

সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মাত্মতা প্রতিরোধের ঐতিহাসিক দায়িত্ব - বদরুদ্দীন উমর

সাম্প্রদায়িকতা জরুরিভাবে প্রতিরোধ করার সময় এখন এসেছে। কারণ পরিস্থিতি এখন এমন দাঁড়িয়েছে যাতে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো এখন নতুনভাবে তৎপরতা বৃদ্ধির চেষ্টায় আছে এবং এ ব্যাপারে তাদের এই কাজে সহায়তার জন্য এমন সব শক্তি এগিয়ে এসেছে যারা ইতিপূর্বে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে শক্তি হিসেবে পরিচিত ছিল। এদিক দিয়ে আওয়ামী লীগের সঙ্গে খেলাফত মজলিসের ৫ দফা চুক্তিকে ছোট করে দেখার অবকাশ নেই।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই সাম্প্রদায়িক শক্তি এদেশে নতুনভাবে সংগঠিত ও তৎপর হওয়ার জন্য নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে জামাতে ইসলামি একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক পক্ষ হিসেবে বেশ কিছুদিন থেকেই তৎপর হয়েছে এবং বিএনপির সঙ্গে জোট গঠন করে ক্ষমতার অংশীদার হয়েছে। তাদের মন্ত্রীদেব গাড়িতে এমন বাংলাদেশের পতাকা শোভা পাচ্ছে। এটা তো হলে, সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির অবনতির একটা উল্লেখযোগ্য দিক। কিন্তু এই পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছে আওয়ামী লীগের সঙ্গে খেলাফত মজলিসের ৫ দফা চুক্তির পর। কারণ এতদিন পর্যন্ত আওয়ামী লীগ অসাম্প্রদায়িক দফা হিসেবে পরিচিত ছিল এবং মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি হিসেবে নিজেদেরকে প্রচার করে তারা এদেশে অসাম্প্রদায়িক শক্তি হিসেবে নিজেদের আসন বেশ সুপ্রতিষ্ঠিতই রেখেছিল। ৫ দফা চুক্তির পর এই পরিস্থিতির মধ্যে এখন নাটকীয় পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তনের একটা দিক হচ্ছে, এতদিন মধ্যযোগী একটা বিরাট অংশের মধ্যে তাদের যে সমর্থন ছিল সেই সমর্থনের মধ্যে বড়রকম ভাঙন। এই ভাঙন উল্লেখযোগ্য এ কারণে যে, তাদের পরম অনুগত যেসব বুদ্ধিজীবী এতদিন পর্যন্ত তাদেরকে নিরঙ্কুশ সমর্থন দিয়ে এসেছিলেন তাদের মধ্যেও এর প্রকাশ্য বিরোধিতা দেখা যাচ্ছে। তারা শুধু ৫ দফা চুক্তির বিরোধিতা করে বিবৃতি দিয়েই ক্ষান্ত হননি। তাদের মধ্যে যারা সব থেকে সোচ্চার তারা শেখ হাসিনার বাসভবন পর্যন্ত গিয়ে তার কাছে এ বিষয়ে একটা স্মারকলিপি পর্যন্ত প্রদান করেছেন। শেখ হাসিনা অবশ্য যে স্মারকলিপিকে পাত্তা না দিয়ে ৫ দফা চুক্তির পক্ষে নিজের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং খেলাফত মজলিসকে ‘অসাম্প্রদায়িক’ করার ব্যাপারে নিজের ব্যাখ্যাও উপস্থিত করেছেন। এই ব্যাখ্যা স্মারকলিপি দেনেওয়ালাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। এর অর্থ হলো, এতদিন পর্যন্ত যারা আওয়ামী লীগকে একটি অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল হিসেবে বিবেচনা করে

তাদের অনেক অপকর্মকেই সমর্থন করে এসেছেন তারাও এখন আওয়ামী লীগের এই খোলাখুলি সাম্প্রদায়িক অবস্থানের বিরোধী। এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

বিএনপি-জামাত জোটের মতো আওয়ামী লীগ-খেলাফত মজলিস এমন একটি সাম্প্রদায়িক চক্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পর সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো আবার নতুনভাবে চাঙ্গা হওয়ার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। জামাতে ইসলামির বাইরে কিছু সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী সংগঠন গড়ে ওঠে সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া আরও বিঘাত করার জন্য নানাভাবে ভূমিকা রাখছে। এখন আওয়ামী লীগ তাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় তাদের মধ্যে নতুন উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে। মনে হচ্ছে, তারা এতদিন অসাম্প্রদায়িক দল হিসেবে পরিচিত আওয়ামী লীগকে সঙ্গে পেয়ে বাংলাদেশকে তাদের লীলাভূমিতে পরিণত করার ক্ষেত্রে নতুন শক্তির যোগান পেয়েছে।

আওয়ামী লীগ যে খুব হঠাৎ করে সাম্প্রদায়িক ও ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের ব্যাপারে তাদের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এমন নয়। কিছুদিন পূর্বে, গত বছর, আওয়ামী লীগের প্রয়াত নেতা ও ঢাকার সাবেক মেয়র মোহাম্মদ হানিফকে দিয়ে তারা এই উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলিয়েছিল। বাংলাদেশে ধর্মকে বাদ দিয়ে যে কোনও রাজনীতি ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা নেই এবং ধর্মকে রাজনীতির একটি অবিচ্ছেদ্য দিক হিসেবে গ্রহণ করে রাজনীতি সংগঠিত করা দরকার একথা হানিফ কয়েকদিন ধরে বলেছিলেন। তার এই বক্তব্যের বিরোধিতা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে করা হয়নি। তাদের নেত্রী শেখ হাসিনাও এর কোনও প্রতিবাদ করেননি। এ ধরনের বক্তব্য প্রদান থেকে হানিফকে বিরত রাখার চেষ্টাও হাসিনা করেননি। কাজেই একথা মনে করার কারণ নেই যে, আওয়ামী লীগের আনুষ্ঠানিক অবস্থান থেকে সরে এসে এ ধরনের একটি মৌলিক ব্যাপারে অন্য প্রকার বক্তব্য প্রধান হানিফের ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল। মোটেই নয়। এ বক্তব্য ছিল শেখ হাসিনার নিজেদেরও। বস্তুতপক্ষে আওয়ামী লীগের অবস্থান পরিবর্তনের লক্ষ্যেই হানিফকে দিয়ে শেখ হাসিনা জনমত যাচাই এর জন্যই এ কাজ করেছিলেন। অর্থাৎ জনগণের মধ্যে এ ধরনের মোড় পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যই হানিফকে দিয়ে এ বক্তব্য তিনি উপস্থিত করেছিলেন। এর বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে কিছু প্রতিক্রিয়া হলেও আওয়ামী লীগ দল এবং আওয়ামী লীগের সমর্থক যেসব বুদ্ধিজীবী এখন ৫ দফা চুক্তির বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়েছেন তারাও কিছু বলেননি। তাদের এই নীরবতা যে শেখ হাসিনাকে শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে ভোটের হিসাব করে এভাবে নিজেদের দীর্ঘদিনের আনুষ্ঠানিক অবস্থান পরিবর্তন করতে প্ররোচিত করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। আওয়ামী লীগ সংগঠনের ভেতর থেকে এবং তাদের বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে যদি এর বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ হতো তাহলে শেখ হাসিনা এত সহজে খেলাফত মজলিসের মতো একটি চরম প্রতিক্রিয়াশীল, ধর্মাত্মক ও মৌলবাদী সংগঠনের সঙ্গে ৫ দফা চুক্তির মতো একটি ঘৃণ্য চুক্তি করতে সক্ষম হতেন না।

কাজেই বাধাবদ্ধহীনভাবে তিনি এভাবে যে চুক্তি করেছেন তার দায়দায়িত্ব শুধু তার নিজের নয়। এ দায়দায়িত্ব সমগ্র আওয়ামী লীগ দলের এবং সেই সঙ্গে তাদের সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের। যাই হোক, এভাবে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দেখা যাচ্ছে যে, সাম্প্রদায়িক শক্তির যোগান শুধু বিএনপি-জামাত জোট থেকেই আসছে না। এটা আসছে আওয়ামী লীগ থেকেও। তাদের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের মধ্যে এই চুক্তির পর কিছু চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলেও এবং তারা এর ক্ষীণকার্য প্রতিবাদ করলেও, কোনও বড় রকম বিরোধিতা তাদের পক্ষ থেকে হয়নি। এই চুক্তি বাতিল না করলে ১৪ দলীয় জোটের অন্তর্ভুক্ত ‘বামপন্থিরা’ জোট পরিত্যাগ করবেন এমন কোনও সঙ্কল্প অথবা সিদ্ধান্তও তাদের দিক থেকে দেখা যায়নি। আওয়ামী লীগ যে নির্বাচনী মহাজোট গঠন করেছে তাদের মধ্যে থেকেও এর কোনও সক্রিয় বিরোধিতা দেখা যায়নি।

এই পরিস্থিতি যে রীতিমতো ভয়াবহ ও বিপজ্জনক তাতে সন্দেহ নেই। কারণ নির্বাচনী সুবিধা লাভের জন্য এভাবে ধর্মোচ্ছিন্ন ফ্যাসিস্ট শক্তিকে সামনে এনে ফতোয়াবাজী, কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা, ব্র্যাসফেমি আইনের মতো একটি আইন ইত্যাদির যে অঙ্গীকার ৫ দফা চুক্তির মাধ্যমে করা হয়েছে তাতে সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও মৌলবাদীদের শক্তি বৃদ্ধি ও পরবর্তীকালে বৃহত্তর আকারে তাদের জঙ্গি তৎপরতার পথই পরিষ্কার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে দক্ষিণপন্থি আওয়ামী লীগের সঙ্গে ‘বামপন্থিদের’ গাঁটছড়া এই পরিস্থিতিতে আরও ভয়াবহ করেছে।

আওয়ামী লীগ এখন ২২ জানুয়ারি নির্বাচন বর্জন করেছে। কিন্তু নির্বাচন বর্জন সত্ত্বেও তারা যে ৫ দফা চুক্তি করেছে তার ভয়াবহতা কমে আসেনি। শুধু তাই নয়, এই চুক্তি এখন আওয়ামী লীগ যদি বাতিলও করে তাহলেও এর ভয়াবহতা ও বিপজ্জনক চরিত্র বিন্দুমাত্র কম দাঁড়াবে না। যে টিল ছোঁড়া হয়েছে সে টিল ফেরত আনার কোনও ক্ষমতা আওয়ামী লীগের নেই এবং সেটা তারা চায়ও না। ফেরত আনার জন্য তারা এ টিল ছোঁড়েনি। তাদের এ কাজ তাদের অনেক দিনের সাম্প্রদায়িক চিন্তা-ভাবনারই একটি পরিণতি মাত্র। এই অবস্থায় বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্প্রদায়িক শক্তির তৎপরতা প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তা নতুনভাবে দেখা দিয়েছে। বস্তুতপক্ষে এই মুহূর্তে এটা এ দেশের সকল গণতান্ত্রিক শক্তির এক জরুরি গণতান্ত্রিক কর্তব্যে পরিণত হচ্ছে। এই কর্তব্যের আল্লানে সাড়া দেওয়া তাদের এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব।